সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৮০
WEEKLY BOOKLET:281

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর লিখিত
"নেকীর দাওয়াত" কিতাবের একটি অংশের সম্পাদনা ও সংযোজন

দৃষ্টিকে সুরক্ষিত রাখার ফযীলত

এদিক সেদিক তাকানোর ব্যাপারেও হিসাব হবে

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টির অবস্থা

রাস্তার কষ্টদায়ক বস্তু চিহ্নিতকরন

বেগানা নারীর সাথে হাত মিলানোর শাস্তি

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিস
(দা'ওয়াতে ইসলামী)
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَام عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এই বিষয়বস্তু "নেকীর দাওয়াত" কিতাব হতে নেয়া হয়েছে

দৃষ্টিকে সুরক্ষিত রাখার ফযীলত

আত্তারের দোয়া: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে ব্যক্তি **"দৃষ্টিকে সুরক্ষিত রাখার ফযীলত"** পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে মুসলমানদের হক নষ্ট করা হতে সুরক্ষিত রাখো আর তাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি ভালোবাসা ও আগ্রহের কারণে প্রতিটি দিনে ও রাতে তিনবার কারে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ পাক** তাঁর বদান্যতার দায়িত্বে একথা অপরিহার্য করে নেন যে, তিনি তার ওই দিন ও রাতের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন। **(মু'জামুল কবীর, ১৮/৩৬২, হাদীস: ৯২৮)**

পড়তে রহো দরূদ ও সালাম ভাইয়ো মুদাম,
ফযলে খোদা সে দোনো জাহা কে বনেগি কাম।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাস্তায় বসার বিভিন্ন হক

"বুখারী শরীফে" রয়েছে: হযরত আবু সাঈদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত: **রাসূলুল্লাহ** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমরা রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাকো! সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَیۡہِمُ الرِّضۡوَان আরয করলেন: আমরা এই মজলিশে বসে (জরুরী) আলাপ করে থাকি আর এটি আমাদের জন্য জরুরী। **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তোমরা যখন মজলিসে আসবে, তখন রাস্তাকে সেটির হক দাও। আরয করা হলো: রাস্তার হক কি? **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: ﴾১﴿ দৃষ্টি নত রাখা ﴾২﴿ (রাস্তা থেকে) কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা ﴾৩﴿ সালামের উত্তর দেয়া ﴾৪﴿ **নেকীর আদেশ** দেয়া ও মন্দ কাজ হতে নিষেধ করা। **(সহীহ বুখারী, ১/১৬৫, হাদীস: ৬২২৯)**

এদিক সেদিক তাকানোর ব্যাপারেও কিয়ামতের দিন হিসাব হবে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হাদীসে পাকে রাস্তার "চারটি হক" বর্ণনা করা হয়েছে: **রাস্তার হক (১) দৃষ্টি নত রাখা**: আসলেই এর গুরুত্ব অপরিসীম। অতএব সাওয়াবের অর্জনের জন্য আখিরাতের মঙ্গলের নিয়্যতে চোখের ব্যাপারে **"নেকীর দাওয়াত"** প্রদান করছি। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: চোখকে সকল অহেতুকতা (অর্থাৎ যেটা অপ্রয়োজনীয়) থেকে বাঁচিয়ে রাখুন, কেননা **আল্লাহ পাক** যেমনিভাবে "অহেতুক কথাবার্তা" সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন, তেমনিভাবে কিয়ামতের

www.dawateislami.net

দিন বান্দাকে "অহেতুক দৃষ্টি" (যেমন; অপ্রয়োজনে এদিক সেদিক তাকানো) সম্পর্কেও প্রশ্ন করবেন। (ইহইয়াউল উলূম, ৫/১২৬) নামুহরিম মহিলার (অর্থাৎ যাকে বিয়ে করা স্থায়ীভাবে হারাম নয় তার) প্রতি তাকানো থেকে নিজেকে বাঁচানো জরুরী। হাদীস শরীফে ইরশাদ হচ্ছে: "اَلْعَيْنَانِ تَزْنِيَانِ" অর্থাৎ চোখ যেনা করে। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, ৩/৩০৫, হাদীস: ৮৮৫২) যদি রাস্তায় দৃষ্টি চারিদিকে ঘুরতে থাকে, তবে কুদৃষ্টি থেকে বেঁচে থাকা খুবই কঠিন হয়ে যায়, **আল্লাহ**র শপথ! কুদৃষ্টির আযাব সহ্য করা যাবে না।

দৃষ্টির হিফাযতের কুরআনী আদেশ

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৩০৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত **'পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর'** কিতাবটির কিছু বিষয়বস্তু লক্ষ্য করুন : **আল্লাহ পাক** পুরুষকে দৃষ্টি হিফাযত করার নির্দেশ প্রদান করে ১৮তম পারার সূরা নূরের ৩০ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেন:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ

(পারা ১৮, সূরা নূর, আয়াত ১৮)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: মুসলমান পুরুষদেরকে নির্দেশ দিন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিসমূহকে কিছুটা নিচু রাখে।

মহিলাদের উদ্দেশ্যে কুরআনী বাণী হচ্ছে:

وَ قُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ

(পারা ১৮, সূরা নূর, আয়াত ৩১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর মুসলমান নারীদেরকে নির্দেশ দিন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টি গুলোকে কিছুটা নিচু করে।

www.dawateislami.net

চোখে আগুন পূর্ণ করে দেয়া হবে

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ননা করেন: যে ব্যক্তি নিজের চোখকে হারাম দৃষ্টি দ্বারা পূর্ণ করবে, কিয়ামতের দিন তার **চোখে আগুন পূর্ণ করে দেয়া হবে।**

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ১০ পৃষ্ঠা)

আগুনের শলাকা

হযরত আবুল ফারাজ আব্দুর রহমান বিন যওযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মহিলাদের সৌন্দর্য্য দেখা ইবলিশের বিষাক্ত তীরসমূহের মধ্যে একটি তীর, যে ব্যক্তি নামুহরিম থেকে দৃষ্টি সংরক্ষন করলো না, তার চোখে কিয়ামতের দিন **আগুনের শলাকা** ঘুরানো হবে। **(বাহরুদ দুমু, ১৭১ পৃষ্ঠা)**

দৃষ্টির ব্যাপারে ৪টি হাদীসে মুবারাকা

দৃষ্টি সরিয়ে নাও

﴾১﴿ হযরত জারীর বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন: আমি **রাসূলে আকরাম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট হঠাৎ দৃষ্টি পড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলাম। তখন ইরশাদ করলেন: তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নাও।

(মুসলিম, ১১৯০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২১৫৯)

জেনেশুনে দৃষ্টি দিওনা

﴾২﴿ **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আলীউল মুর্তাদ্বা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে ইরশাদ করেন: একবার দৃষ্টি পড়ার পর পুনরায় দৃষ্টি দিওনা (অর্থাৎ যদি হঠাৎ অনিচ্ছাকৃত কোন মহিলার প্রতি

www.dawateislami.net

দৃষ্টি পড়ে তবে তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি সরিয়ে নাও আর পুনরার দৃষ্টি দিওনা), কেননা প্রথম দৃষ্টি জায়িয আর দ্বিতীয় দৃষ্টি নাজায়িয।

(আবু দাউদ, ২/৩৫৮, হাদীস: ২১৪৯)

দৃষ্টি সুরক্ষিত রারখার ফযীলত

﴾৩﴿ **আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যেই মুসলমান কোন মহিলার সৌন্দর্যের দিকে প্রথমবার দৃষ্টি দেয় (অর্থাৎ অনিচ্ছাকৃতভাবে দৃষ্টি পড়ে যায়) অতঃপর নিজের দৃষ্টিকে নত করে নেয়, **আল্লাহ পাক** তাকে এমন ইবাদত দান করবেন, যার স্বাদ সে পাবে।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ৮/২৯৯, হাদীস: ২২৩৪১)

ইবলিশের বিষাক্ত তীর

﴾৪﴿ **আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হাদীসে কুদসী (অর্থাৎ **আল্লাহ পাকে**র বাণী) হলো: দৃষ্টি হলো ইবলিশের তীরসমূহের মধ্যে একটি বিষাক্ত তীর, ব্যস! যে ব্যক্তি আমার ভয়ে তা পরিহার করলো, তবে আমি তাকে এমন ঈমান দান করবো, যার মিষ্টতা সে তার অন্তরে অনুভব করবে। **(মু'জামু কবীর , ১০/১৭৩, হাদীস: ১০৩৬২)**

মহিলাদের চাদরও দেখো না

হযরত আ'লা বিন যিয়াদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নিজের দৃষ্টিকে মহিলাদের চাদরের উপরও নিক্ষেপ করোনা, কেননা দৃষ্টি অন্তরে কামভাব সৃষ্টি করে। **(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/২৭৭)**

www.dawateislami.net

কথা বলার সময় দৃষ্টি কোথায় থাকবে?

প্রশ্নঃ কথা বলার সময় দৃষ্টিকে নত রাখা কি জরুরী?

উত্তরঃ এর কয়েকটি অবস্থা রয়েছে। যেমন; কোন পুরুষের সম্বোধিত ব্যক্তি (অর্থাৎ যার সাথে কথা বলছে সে) যদি সুদর্শন বালক হয় এবং তাকে দেখলে কামভাব সৃষ্টি হয় (কিংবা শরীয়াতের অনুমতিতে পুরুষ কোন নামুহরিম মহিলার সাথে বা মহিলা কোন নামুহরিম পুরুষের সাথে কথা বলে) তবে দৃষ্টিকে এমনভাবে নত রেখে কথা বলবে যে, তার চেহারা বরং শরীরের কোন অঙ্গ এমনকি পোশাকেও যেনো দৃষ্টি না পড়ে। যদি শরীয়াতের কোন বাধা না থাকে, তবে সম্বোধিত ব্যক্তি (অর্থাৎ যার সাথে কথা বলছে তার) চেহারার দিকে তাকিয়েও কথা বলাতে শরয়ীভাবে কোন বাধা নেই। যদি দৃষ্টিকে সংযত রাখার অভ্যাস গড়ার নিয়্যতে প্রত্যেকের সাথে দৃষ্টি নত করে কথা বলার অভ্যাস করে তবে খুবই ভালো ব্যাপার, কেননা দেখা যায় যে, বর্তমানে যার দৃষ্টি নত রেখে কথা বলার অভ্যাস নেই,তার যখন সুদর্শন বালক বা নামুহরিম মহিলার সাথে কথা বলতে হয়, তখন দৃষ্টিকে নত রাখা তার জন্য খুবই কষ্টকর হয়ে যায়।

মাদানী চ্যানেল দেখে প্রভাবিত হয়ে ১২ জনের ইসলাম গ্রহণ[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দৃষ্টিকে নত রাখার বরকত মারহাবা! আসুন! এ প্রসঙ্গে একটি অনন্য মাদানী বাহার শুনি। বাবুল মদীনা (করাচী) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র এক মুবাল্লিগের বর্ণনার সারমর্ম হলো:

১. এই মাদানী বাহারটি "পর্দার ব্যাপারে প্রশ্নোত্তর" কিতাবে নেই, এটি আলাদাভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে।

www.dawateislami.net

মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا জুমাতুল মুবারকের দিন (২রা জমাদিউল উখরা, ১৪৩২ হিঃ/ ৬ই মে ২০১১ ইং) বিকাল প্রায় ৪ টায় সবুজ পাগড়ী পরিহিত এক যুবকের সাথে সাক্ষাৎ হলো, কথায় কথায় সে প্রকাশ করলো: আমি মুম্বাইয়ের (ভারত) অধিবাসী, আমিসহ আমার পরিবারের সবাই অর্থাৎ ১২ জন সদস্য (জুমাতুল মুবারক, ৫ জিলহজ্ব ১২৩১ হিঃ/ ১২-১১-২০১০ সালে) ইসলাম গ্রহণ করি। ইসলাম গ্রহণের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি কিছুটা এভাবেই বলেন: আমার পরিবারের সবাই অনেক দিন ধরে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী চ্যানেল দেখা শুরু করেছিলো। এর অনুষ্ঠান গুলোতে মুসলমানদের ইসলামী পোশাক, তাদের সদা হাস্যোজ্জল চেহারা এবং বয়ানের সাবলীলতা আমাদের খুবই ভালো লাগতো। অথচ এর পূর্বে আমরা বেআমল মুসলমানদের আচার-আচরণ দেখে খুবই বিরক্ত ছিলাম কিন্তু এখন "মাদানী চ্যানেলে" ইসলামের আসল চিত্র দেখে আমরা ইসলামের প্রতি প্রভাবিত হতে থাকি। বিশেষকরে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগদের দৃষ্টিকে নত রাখার প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ আমাদেরকে খুবই আগ্রহী করে এবং চোখের কুফ্‌লে মদীনার উপকারীতার আলোচনা শুনে আমরা খুবই আনন্দিত হতাম, আমার আম্মা সবাইকে বলতো: এই উন্নত যুগেও এই লোকেরা দৃষ্টিকে নত রাখার শিক্ষা দিচ্ছে, আসলেই দৃষ্টিকে নত করে রাখাই উচিত। মাদানী চ্যানেলের অনুষ্ঠান দেখতে দেখতে আমাদের অন্তরে ইসলামের প্রতি ভালোবাসা এমনভাবে বেড়ে গেলো যে, ঘরে ইসলাম গ্রহণ করার কথা চলতে থাকলো কিন্তু আমরা শঙ্কিত ছিলাম যে, লোকে কি বলবে? এই প্রশ্নের উত্তরও আমরা মাদানী চ্যানেল থেকেই পেয়ে গেলাম,তা হলো নিগরানে শূরা ও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগ হাজী আবু হামিদ মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী

www.dawateislami.net

مُدَّ ظِلُّهُ الْعَالِي **"লোকে কি বলবে?"** বিষয়ের উপর সুন্নাতে ভরা বয়ান করেন, তখন পরিবারের সকলের মন মানসিকতা তৈরী হয়ে গেলো যে, এখন আমাদের আর মানুষের পরওয়া করা উচিৎ নয় আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমরা কলেমা পাঠ করে ইসলামের ছায়াতলে চলে আসি।সে সরকারী কর্মচারী ছিলো, ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম রাখা হয় মুহাম্মদ ইব্রাহীম আর اَلْحَمْدُ لِلّٰه সে গাউসে পাক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সিলসিলায় মুরীদও হয়ে গেলো। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগের বর্ণনা হলো: যখন ঐ নওমুসলিম যুবক আমাদের সাথে সোনালী জালির সামনে হাজিরী দিলো, তখন তার মাঝে এক অদ্ভুদ আবেগের সৃষ্টি হয় আর সে কান্না করতে করতে এই আবেদনটি বারবার করতে থাকে যে, **"ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমাকে চোখের কুফ্‌লে মদীনা দান করে দিন।" অতঃপর সে সবুজ গুম্বজের ছায়ায় এসে নিজের দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করলো যে, اِنْ شَآءَ الله এখন আমি অন্যান্য অমুসলিমদেরও ইসলামের সাথে সম্পৃক্ত করার পূর্ণ প্রচেষ্টা করবো। **আল্লাহ পাক** তাকে ও তার ওসিলায় আমাদের সকলকে ইসলাম ও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশে স্থায়িত্ব নসীব করুন। ১২ সদস্যের ইসলাম গ্রহণের কারণ স্বরূপ সুন্নাতে ভরা বয়ান **"লোকে কি বলবে?"** নামক **দা'ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েবসাইট www.dawateislami.net থেকেও দেখতে ও শুনতে পারবেন।

আল্লাহর দয়া হয় যেনো তোমায় এই ধরাতে,
হে দা'ওয়াতে ইসলামী তোমার সাড়া পড়ে যাক। (ওয়াসায়িলে বখশীশ)

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টির অবস্থা

প্রশ্ন: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দৃষ্টি দেওয়ার বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে জানিয়ে দিন।

উত্তর: ﴾১﴿ কারো চেহারার প্রতি গভীর দৃষ্টি দিতেন না ﴾২﴿ কোন জিনিসের দিকে না তাকানো অবস্থায় দৃষ্টিকে নত রাখতেন। ﴾৩﴿ **তাঁর** দৃষ্টি আসমানের তুলনায় জমিনের দিকে বেশিই থাকতো। উদ্দেশ্য হলো যে, প্রায় নিরবতা অবস্থায় মুবারক দৃষ্টি নত থাকতো ﴾৪﴿ প্রায় সময় চোখের কিনারা (অর্থাৎ চোখের ঐ কিনারা যা কান ও মাথার মধ্যবর্তী স্থান) দিয়ে দেখতেন। অর্থাৎ একান্ত লজ্জা ও শালীনতার কারণে পূর্ণ চোখ ভরে তাকাতেন না ﴾৫﴿ যখন কোন দিকে দৃষ্টি দিতেন, তবে পুরোপুরি ভাবেই মনোযোগ দিতেন, অর্থাৎ আড় চোখে তাকাতেন না এবং কতিপয় বর্ণনাকারী বলেন: শুধু ঘাড় ফিরিয়ে কারো দিকে মনোযোগি হতেন না বরং পুরো শরীর মুবারকই ঘুরিয়েই মনযোগি হতেন।

(জামউল ওয়াসায়িল ফি শরহিশ শামায়িল লিল ক্বারী, ৫২, ৫৩ পৃষ্ঠা। ইহইয়াউল উলূম, ২/৪৪২)

জিস তরফ উঠ গেয়ি দম মে দম আ'গেয়া
উচ নিগাহে এনায়াত পে লাখো সালাম।

(হাদায়িকে বখশীশ, ৩০০ পৃষ্ঠা)

কালামে রযার ব্যাখ্যা[১]: আমার প্রিয় আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই পংক্তিতে বলেন: আমাদের **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়াময় দৃষ্টি

১. কালামে রযার ব্যাখ্যা "পর্দা সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর" কিতাবে নেই, এটি আলাদাভাবে সংযুক্ত করা হয়েছে।

www.dawateislami.net

দুনিয়া ও আখিরাতে যেদিকেই উঠেছে সেদিকেই মৃত দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে ও রূহে সজীবতা এসে গেছে, **আমাদের নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রহমত পূর্ন ও দানসমৃদ্ধ পবিত্র দৃষ্টির উপর লাখো সালাম। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর পংক্তির ব্যাপারে হযরত মাওলানা আখতার আল হামেদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه কতই না সুন্দর বলেছেন:

পড় গেয়ী জিস পে মাহশর মে বখশা গেয়া দেখা জিস সমত আবরে করম ছা গেয়া
রুখ জিধার হো গেয়া জিন্দেগী পা গেয়া জিস তরফ উঠ গেয়ি দম মে দম আ-গেয়া
উচ নিগাহে এনায়াত পে লাখো সালাম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

চোখে গলিত সীসা ঢালা হবে

বর্ণিত আছে: "যে ব্যক্তি কামভাব সহকারে কোন নামুহরিম মহিলার সৌন্দর্য্যের প্রতি তাকালো, কিয়ামতের দিন তার চোখে সীসা গলিয়ে ঢালা হবে।" (হেদায়া, ২/৩৬৮) নিঃসন্দেহে ভাবীও নামুহরিম। যেই দেবর ও ভাসুর তাদের ভাবীকে স্বইচ্ছায় দেখে, নিঃসংকোচে মেলামেশা করে, হাসি ঠাট্টা করতে থাকে, তারা যেনো **আল্লাহ পাকের** আযাবকে ভয় করে দ্রুত সত্যিকার তাওবা করে নেয়। ভাবী যদি দেবরকে ছোট ভাই আর ভাসুরকে বড় ভাই বলে দেয়, তবে এতে বেপর্দা হওয়া ও নিঃসংকোচে মেলামেশা জায়িয হয়ে যায় না এবং দেবর ও ভাবীর কুদৃষ্টি, পরস্পরের মধ্যে নিঃসংকোচ মেলামেশা ও হাসি ঠাট্টা ইত্যাদি গুনাহের চোরাবালিতে আরো বেশী ধ্বসে যায়। মনে রাখবেন! ভাসুর, দেবর ও ভাবীর পরস্পরের মাঝে অপ্রয়োজনে ও নিঃসংকোচে আলাপ করাও ধারাবাহিক বিপদের ঘণ্টা বাজিয়ে তোলে! নিরাপত্তা এতেই যে, না একে

www.dawateislami.net

অপরকে দেখবে আর না পরস্পর বিনা প্রয়োজনে ও নিঃসংকোচে হয়ে আলাপ করবে।

দেখনা হে তো মদীনা দেখিয়ে
কাচরে শাহী কা নাযারা কুচ নেহী

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমি T.B রোগী ছিলাম

লজ্জা ও শালীনতার প্রেরণা পেতে, কুদৃষ্টির আপদ থেকে নিজেকে ভীত করতে, দৃষ্টিকে সংযত রাখার আগ্রহ বৃদ্ধি করতে, কথা বলার সময় দৃষ্টি নত রাখার অভ্যাস গড়তে, আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন আর এই মাদানী উদ্দেশ্য "**আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে**" অর্জনের উদ্দেশ্যে নিজের ঈমানের নিরাপত্তার জন্য চিন্তিত থাকুন, নিয়মিত নামায পড়তে থাকুন, **সুন্নাতের** উপর আমল করতে থাকুন, **নেক আমল** অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করুন আর এতে স্থায়িত্ব অর্জনের জন্য প্রতিদিন "আমলের পর্যবেক্ষণ" করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করে প্রতি মাসের প্রথম তারিখেই আপনার এলাকার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারের নিকট জমা করিয়ে দিন এবং নিয়মিত প্রতি মাসে কমপক্ষে তিনদিন সুন্নাত প্রশিক্ষণের **মাদানী কাফেলায়** আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন। আসুন! আপনাদের উৎসাহ প্রদানার্থে একটি **মাদানী বাহার** শুনাচ্ছি: নানকানা জেলার (পাঞ্জাব) এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা নিজের ভাষায় উপস্থাপন করার

www.dawateislami.net

চেষ্টা করছি। اَلْحَمْدُ لِلّٰه (এই বয়ানটি দেয়ার সময়) আমি প্রায় ১২ বৎসর ধরে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছি। সম্পৃক্ততার কারণ হচ্ছে তিনদিনের আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় (সাহরায়ে মদীনা, মুলতান শরীফ) উপস্থিত হওয়া। ইজতিমার প্রায় সাড়ে সাত মাস পর প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে গেলাম, ডাক্তাররা আমার রোগটিকে **T.B.** বলে ঘোষনা করলো। এই রোগে ভুগতে ভুগতে প্রায় সাড়ে চার মাস অতিবাহিত হয়ে গেলো এবং পুনরায় আরো একবার তিনদিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সময় এসে গেলো। আমি যাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে গেলাম কিন্তু পরিবারের লোকেরা বাধা দিলো। আমি আম্মাজানকে বুঝালাম যে, সেখানে অসংখ্য **আশিকানে রাসূল** আগমন করে থাকে, আমাকে যেতে দিন, নেক বান্দাদের সাহচর্য এবং সেখানে হওয়া **ভাবগাম্ভির্যময় দোয়া**র বরকতে اِنْ شَآءَ الله আমি রোগমুক্তির নেয়ামত নিয়ে ফিরবো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি অনুমতি পেয়ে গেলাম। ওষুধ সাথে নিয়ে **ইজতিমায়** অংশগ্রহন করলাম। শেষ **ভাবগাম্ভির্যময় দোয়া** প্রায় শেষের দিকে ছিলো। আমার অন্তরে আফসোস সৃষ্টি হলো, দোয়া তো অনেক হলো, কিন্তু আমার রোগ **T.B.** এর জন্য তো স্পষ্টভাবে কোন দোয়া করা হলো না। আহ! **T.B.** রোগীদের জন্যও যদি দোয়া করা হতো। এই কথা মনে আসতেই চমক হয়ে গেলো! দোয়া পরিচালনাকারীর আওয়াজ কিছুটা এভাবে মাইকে গুঞ্জন করে উঠলো: হে **আল্লাহ পাক**! যারা ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত, যারা **T.B.** রোগে আক্রান্ত, তাদেরকেও পরিপূর্ণ আরোগ্য দান করো। দোয়ায় আরো দু'একটি রোগের নামও বলা হলো যা আমি ভূলে গেছি। যাক! **T.B.** থেকে আরোগ্যের দোয়া শুনতেই

www.dawateislami.net

আমার হৃদয় যেনো চিৎকার করে বললো: "ব্যস! এবার তুমি ভালো হয়ে গেছো।" ইজতিমা থেকে ফিরে পরদিনই 'চেক আপ' করানোর জন্য পাঞ্জাব শহরের 'শেখোপুরা' গেলাম, এক্সরে ইত্যাদি করালাম, এক্সরে দেখে স্পেশালিষ্ট ডাক্তার আশ্চর্য হয়ে বললো: আপনাকে মুবারকবাদ! আপনার **T.B.** দূর হয়ে গেছে!

আগর চে হো টি,বি, না ঘাররাও ফির ভি
তুমে ছিহ্যত ও আফিয়্যত হোগি হাসিল

শিফা হক সে দিলওয়ায়েগা মাদানী মা'হোল
তুম আপনাকে দেখো যরা মাদানী মা'হোল

অসুস্থতার মহান ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! **আল্লাহ পাকের** রহমতে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহনকারী ইসলামী ভাইয়ের **T.B.** রোগ সুস্থ হয়ে গেলো। আমরা **আল্লাহ পাকের** দরবারে ইবাদতের শক্তি অর্জনের জন্য সুস্থতার প্রার্থনা করি, তবুও যদি কেউ অসুস্থ হয়েও যায়, তবে সাহাস হারাবেন না, ধৈর্যধারণ করে অসুস্থতার কারণে অর্জন করা আখিরাতের সাওয়াবের প্রতি দৃষ্টি রাখুন, যেমনটি হযরত আনাস বিন মালেক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন মুসলমান কোন শারীরিক অসুস্থতায় আক্রান্ত হয়, তখন ফিরিশতাকে আদেশ দেয়া হয়: "তুমি তার ঐ নেকী সমূহ লিখতে থাকো যা সে ইতোপূর্বে করতো। যদি তাকে আরোগ্য দেয়া হয়, তবে ধুয়ে দেয়া হয় ও পবিত্র করে দেয়া হয় আর যদি তাকে মৃত্যু দেয়া হয়, তবে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় ও দয়া করা হয়। **(শরহুস সুন্নাহ, ৩/১৮৭, হাদীস: ১৪২৪)**

www.dawateislami.net

আরযি আ'ফতে দুনিয়া সে তো দিল ডরতাহে হায়! বে খউফ আযাবোঁ সে হুয়া জাতা হে
ইয়ে তেরা জিসম জু বিমার হে তাশভিশ না কর ইয়ে মরয তেরে গুনাঁহু কো মিটা জাতা হে
আচল বরবাদ কুন আমরায গুনাঁহু কি হে
ভাই! কিঁউ ইস কো ফরামোশ কিয়া জাতা হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১২৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাস্তার হক নম্বর (২) কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা

কাঁটাযুক্ত ডাল সরিয়ে নেয়া ব্যক্তির ক্ষমা হয়ে গেলো

উপরে উল্লেখিত বুখারী শরীফের হাদীসে পাক "রাস্তায় বসার হকসমূহ" এর মধ্যে উল্লেখিত হক নম্বর (১) "দৃষ্টি নত রাখা" সম্পর্কে "নেকীর দাওয়াত" এর অসংখ্য মাদানী ফুল উপস্থাপন করা হয়েছে, এবার ঐ বর্ণনায় বর্ণিত **রাস্তার হক নম্বর (২)** "কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা" প্রসঙ্গে নেকীর দাওয়াতের কিছু মাদানী ফুল উপস্থাপন করা হচ্ছে, মনোযোগ সহকারে শুনুন: নিশ্চয় মুসলমানের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোর অনেক ফযীলত রয়েছে, যেমনটি দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৭৫৮ পৃষ্ঠা সম্বলিত "জান্নাতে যাওয়ার আমল" কিতাবের ৬৪০ পৃষ্ঠায় রয়েছে; রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: "এক ব্যক্তি কোন এক রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো, সে ঐ রাস্তায় একটি কাঁটাযুক্ত ডাল দেখতে পেলো, তখন সে তা রাস্তা হতে সরিয়ে দিলো, **আল্লাহ পাকের** নিকট সেই ব্যক্তির এই কাজটি পছন্দ হলো এবং **তিনি** সেই বান্দাকে ক্ষমা করে দিলেন। (সহীহ মুসলিম, ১০৬০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১৯১৪)

www.dawateislami.net

سَبَقَتْ رَحْمَتِی عَلٰی غَضَبِیْ [১] তুনে জব সে সুনা দিয়া ইয়া রব!
আ'সরা হাম গুনাহ গারোঁ কা অউর মজবুত হো গেয়া ইয়া রব!

(যওকে না'ত, ৮৫ পৃষ্ঠা)

রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরানোর সাওয়াব

হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ থেকে বর্ণিত: যে ব্যক্তি মুসলমানদের রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে নিলো, তার জন্য একটি নেকী লিখা হবে আর যার জন্য **আল্লাহ পাকের** নিকট একটি নেকি লেখা হবে, তবে **আল্লাহ পাক** সেই নেকীর কারণে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিবেন।

(আল মু'জামুল আওসাত, ১/১৯, নম্বর: ৩২)

রাস্তার কষ্টদায়ক বস্তু চিহ্নিতকরন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মুসলমানদের চলার পথে এমন কঙ্কর, পাথর ইত্যাদি থাকে যাতে হোঁচট খাওয়ার আশঙ্কা থাকে অথবা ভাঙ্গা কাঁচের টুকরো পড়ে আছে, যাতে কারো পা কাঁটতে পারে কিংবা রাস্তায় কলা, পেঁপে বা আম ইত্যাদির খোসা কেউ ফেলেছে, যাতে মানুষ পা পিছলে পড়ে যেতে পারে এবং এ ধরনের অন্যান্য জিনিস **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির নিয়্যতে সরিয়ে দেয়া সাওয়াবের কাজ। অনুরূপভাবে রাস্তার মাঝখানে গর্ত বা ম্যানহোলের ঢাকনা খোলা থাকলে যতদূর সম্ভব এরও উপযুক্ত কোন ব্যবস্থা করে দেয়া উচিৎ। খোলা ম্যানহোল তো এমনই বিপজ্জনক হয়ে থাকে যে, অনেক সময় বাচ্চারা এতে পড়ে মারা যায়, যেখানে লোহার ঢাকনা চুরি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে সেখানে সিমেন্টের

১. অর্থাৎ আমার রহমত আমার গযব থেকেও বড়।

www.dawateislami.net

ঢাকনা লাগানো উচিত। প্রত্যেকেরই উচিত, যেই জিনিসটি অন্যদের জন্য কষ্টদায়ক যেমন; খোসা, ময়লা ইত্যাদি রাস্তায় না ফেলা। যদি আপনার ঘরের নালা ভরে গেলো, নোংরা পানি গলিতে চলে এলো বা নোংরা পানির বাহিরের পাইপ ফুটো হয়ে গেলো, এ ধরনের যে কোন সমস্যার দ্রুত সমাধান করে নেয়া উচিৎ, তাছাড়া কাপড় ইত্যাদিও ধুয়ে ঘরের বারান্দায় এমন জায়গায় শুকাতে দিবেন না যাতে পথচলা মানুষের উপর পানি টপকে পড়ে। কারো ঘরের সামনে এমনভাবে ময়লা ফেলা যে, তাদের কষ্ট হয় এটা গুনাহ। জনগণের হক নষ্ট করা, যেমন; ইজতিমায়ে যিকির ও নাত বা কোন দ্বীনি কিংবা দুনিয়াবী অনুষ্ঠানের জন্য সাধারণের চলার পথ বন্ধ করা নাজায়িয ও গুনাহ। অনুরূপভাবে পণ্য বিক্রির জন্য ঠেলা গাড়ি বা স্টল (STALL) খুলে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে গাড়ি পার্কিং করে কারো ঘর, দোকান বা পথিকদের রাস্তা সংকীর্ণ করাও শরয়ীভাবে জায়িয নেই। তবে হ্যাঁ! কোন নামাযে মসজিদ পূর্ণ হয়ে গেলো আর বাইরে কাতার বানিয়ে দেয়া হলো অথবা জানাযা আগত মানুষের কারণে রাস্তা পূর্ণ হয়ে গেলো তবে তা গুনাহ নয়। অনুরূপভাবে হাজীদের বিদায় ও স্বাগত র‍্যালী এবং মিলাদের জুলুসেও কোন অসুবিধা নেই।

মুসলমান কি রাহাত কা সামান কিজিয়ে
ইউ খোদ পর রাহে খুলদ আসান কিজিয়ে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাস্তার হক নম্বর (৩) "সালামের উত্তর দেয়া"

১০০ টির মধ্যে ৯০ টি রহমত সেই ব্যক্তি পাবে, যে...

উপরে উল্লেখিত বুখারী শরীফের হাদীসে পাক "রাস্তায় বসার হকসমূহ" এর রাস্তার হক নম্বর (৩) "সালামের উত্তর দেয়া" সম্পর্কে নেকীর দাওয়াত সম্বলিত মাদানী ফুল গ্রহণ করুন: যখন কোন মুসলমান সালাম দেয় তবে এর উত্তর সাথে সাথেই এবং এতটুকু আওয়াজে দেয়া ওয়াজিব যেনো সালামদাতা শুনতে পায়। সালাম ও সাক্ষাতের অনেক ফযীলত রয়েছে। রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন দু'জন মুসলমান সাক্ষাত করে আর তাদের মধ্যে একজন নিজের সাথীকে সালাম দেয়, তখন তাদের মধ্যে **আল্লাহ পাকের** নিকট অধিক প্রিয় ব্যক্তি সেই হয়ে থাকে, যে তার সাথীর সাথে অধিক আগ্রহ সহকারে সাক্ষাত করে, অতঃপর যখন তারা মুসাফাহা করে (অর্থাৎ হাত মিলায়) তখন তাদের উপর ১০০টি রহমত অবতীর্ণ হয়, এর মধ্যে ৯০টি রহমত প্রথমে সালাম দাতার জন্য এবং দশটি মুসাফাহায় (অর্থাৎ হাত মিলানোতে) প্রথমে অগ্রসর হওয়া ব্যক্তির জন্য। (মুসনাদে বাযযার, ১/৪৩৭, হাদীস: ৩০৮) রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন দু'জন মুসলমান সাক্ষাতের সময় পরস্পর মুসাফাহা করে, তবে তাদের দু'জনের পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের ক্ষমা হয়ে যায়। (তিরমিযী, ৪/৩৩৩, হাদীস: ২৭৩৬) হযরত আল্লামা মাওলানা আব্দুর রউফ মুনাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের বাক্য "যখন দু'জন মুসলমান সাক্ষাতের সময় পরস্পর মুসাফাহা করে" এর আলোকে বলেন: অর্থাৎ পুরুষ পুরুষের সাথে ও মহিলা মহিলার সাথে (হাত মিলায়)।

(ফয়যুল কাদীর শরহে জা'মেউস সগীর, ৫/৬৩৭, হাদীস: ৮১০৯)

www.dawateislami.net

তেরী রহমতোঁ পে মে কুরবান ইয়া রব!
মেরে বা'ল বাচ্ছে মেরে জা'ন ইয়া রব!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সকল মুসলমানেরই সাধারণতঃ সালাম দেয়া ও সালামের উত্তর দেয়া এবং মুসাহাফা করার অর্থাৎ হাত মিলানোর সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে থাকে। আসুন! "**নেকীর দাওয়াত**' এর আরো সাওয়াব অর্জনের জন্য এ ব্যাপারে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকাতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত **"১০১ মাদানী ফুল"** পুস্তিকা থেকে সুবাসিত কিছু মাদানী ফুল নির্বাচন করার সৌভাগ্য অর্জন করছি: উপস্থাপিত সকল মাদানী ফুলকে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্নাত বলে মনে করবেন না, এতে সুন্নাত ছাড়াও হয়তো বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن বর্ণিত **মাদানী ফুল**ও অর্ন্তভূক্ত রয়েছে। যতক্ষণ নিশ্চিতভাবে জানা যাবে না, ততক্ষণ আমলকে 'রাসূলের সুন্নাত' বলা যাবে না।

সালামের ১১টি মাদানী ফুল

﴿১﴾ মুসলমানের সাথে সাক্ষাতের সময় সালাম করা সুন্নাত। (ইসলামী বোনেরাও ইসলামী বোনকে তাছাড়া মুহরিমকে সালাম করুন) ﴿২﴾ মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব "বাহারে শরীয়াত" ৩য় খন্ডের ৪৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিত অংশবিশেষের সারমর্ম হলো: "সালাম করার সময় অন্তরে যেনো এ নিয়্যত থাকে যে, আমি যাকে সালাম করছি তার সম্পদ ও সম্মান সবকিছু আমার নিরাপত্তায় এবং আমি এর মধ্যে কোন কিছুতে হস্তক্ষেপ করাকে হারাম মনে করছি। ﴿৩﴾ দিনে যতবার সাক্ষাত

www.dawateislami.net

হয়, এক কক্ষ থেকে অন্য কক্ষে বারবার যাওয়া আসা করার সময় সেখানে উপস্থিত মুসলমানকে সালাম করা সাওয়াবের কাজ। ﴾৪﴿ আগে সালাম করা সুন্নাত। ﴾৫﴿ প্রথমে সালামকারী **আল্লাহ পাকের** নৈকট্যশীল (অর্থাৎ নৈকট্যপ্রাপ্ত বান্দা)। ﴾৬﴿ প্রথমে সালামকারী ব্যক্তি অহংকার থেকেও মুক্ত। যেমনটি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: প্রথমে সালামকারী অহংকারমুক্ত। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/৪৩৩, হাদীস: ৮৭৮৬) ﴾৭﴿ প্রথমে সালামকারীর উপর ৯০টি রহমত এবং উত্তর প্রদানকারীর উপর ১০টি রহমত অবতীর্ণ হয়। (কিমিয়ায়ে সাআদাত, ১/৩৯৪) ﴾৮﴿ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ (অর্থাৎ তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলাতে দশটি নেকী অর্জিত হয়, সাথে وَرَحْمَةُ اللهِ (এবং **আল্লাহর** রহমত হোক) বৃদ্ধি করলে তবে ২০টি নেকী হয়ে যাবে এবং وَبَرَكَاتُهٗ (আর **তাঁর** বরকত নসীব হোক) অন্তর্ভূক্ত করলে তবে ৩০টি নেকী হয়ে যাবে। অনেকে সালামের সাথে "জান্নাতুল মকাম ও দোযখ হারাম" ইত্যাদি শব্দ বৃদ্ধি করে এটা ভূল পদ্ধতি। বরং অনেকেই ইচ্ছাকৃত ভাবে আল্লাহর পানাহ!এমনও বলে দেয়: "আপনার সন্তান আমার গোলাম।" আমার প্রিয় আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ২২তম খন্ডের ৪০৯ পৃষ্ঠাতে বলেন: কমপক্ষে اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ এবং এর চেয়ে উত্তম হলো وَرَحْمَةُ اللهِ মিলানো আর সর্বোত্তম হচ্ছে وَبَرَكَاتُهٗ অন্তর্ভূক্ত করা আর এর অতিরিক্ত করবে না। কেউ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ বললো, তবে সে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ বলবে আর যদি কেউ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ বলে, তবে সে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ বলবে আর যদি কেউ وَبَرَكَاتُهٗ পর্যন্ত বলে, **তবে সে**

www.dawateislami.net

এতটুকুই বলবে, এর অতিরিক্ত বলবে না।আল্লাহ পাকই অধিক জানেন ﴾৯﴿ অনুরূপভাবে উত্তরে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ বলে ৩০টি নেকী অর্জন করা যেতে পারে। ﴾১০﴿ সালামের উত্তর সাথে সাথেই এতটুকু আওয়াজে দেয়া ওয়াজীব যেনো সালাম প্রদানকারী শুনতে পায়। ﴾১১﴿ সালাম ও উত্তরের সঠিক উচ্চারণ মুখস্থ করে নিন। প্রথমে আমি বলছি আপনারা শুনে পুনরাবৃত্তি করুন: اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ (اَسْ۔ سَلَا۔ مُ۔ عَلَيْ۔ كُمْ) এবার প্রথমে আমি উত্তর শুনাচ্ছি অতঃপর আপনারা তা পুনরাবৃত্তি করুন: وَعَلَيْكُمُ السَّلَام (وَ۔ عَ۔ لَيْكُ۔ مُسْ۔ سَلَام)।

রেযায়ে হক কেলিয়ে তুম সালাম আম করো
সালামতি কে তালাবগার হো সালাম করো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাত মিলানোর ১৪টি মাদানী ফুল

﴾১﴿ দু'জন মুসলমানের সাক্ষাতের সময় উভয় হাতে মুসাফাহা করা অর্থাৎ উভয় হাত মিলানো সুন্নাত। ﴾২﴿ হাত মিলানোর পূর্বে সালাম করুন। ﴾৩﴿ বিদায়ের সময়ও সালাম করুন আর হাতও মিলাতে পারবে। ﴾৪﴿ **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন দু'জন মুসলমান সাক্ষাত করার সময় মুসাফাহা করে এবং একে অপরের সাথে কুশল বিনিময় করে তখন **আল্লাহ পাক** তাদের মাঝে ১০০টি রহমত অবতীর্ণ করেন, যার মধ্যে ৯৯টি রহমত অধিক উৎফুল্লতার সহিত সাক্ষাতকারী ও উত্তমভাবে তার ভাইয়ের কুশলাদী জিজ্ঞাসাকারীর জন্য অবতীর্ণ হয়ে

www.dawateislami.net

থাকে।” (মু'জামুল আওসাত, ৫/৩৮০, হাদীস: ৭৬৭৬) ﴾৫﴿ হাত মিলানোর সময় **দরূদ শরীফ** পড়ুন, হাত ছেড়ে দেয়ার পূর্বেই اِنْ شَآءَ الله পূর্ববর্তী ও পরবর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। ﴾৬﴿ হাত মিলানোর সময় দরূদ শরীফ পাঠ করে সম্ভব হলে এই দোয়াটিও পাঠ করে নিন: “يَغْفِرُ اللهُ لَنَا وَلَكُمْ” (অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** আমাকে ও তোমাকে ক্ষমা করুন)। ﴾৭﴿ দু'জন মুসলমান হাত মিলানোর সময় যেই দোয়া করবে اِنْ شَآءَ الله তা কবুল হবে এবং হাত পৃথক হওয়ার পূর্বেই اِنْ شَآءَ الله মাগফিরাত হয়ে যাবে। ﴾৮﴿ পরস্পর হাত মিলানোর ফলে শত্রুতা দূর হয়ে যায়। ﴾৯﴿ মুসলমানকে সালাম করা, হাত মিলানো বরং ভালোবাসা সহকারে তাদের দেখা-সাক্ষাত করাতেও সাওয়াব অর্জিত হয়। হাদীসে পাকে রয়েছে: যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের প্রতি ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকালো এবং তার অন্তরে যদি শত্রুভাব না থাকে, তবে দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়ার পূর্বেই উভয়ের পূর্ববর্তী গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। (মু'জামু আওসাত, ৬/১৩১, হাদীস: ৮২৫১) ﴾১০﴿ যতবারই সাক্ষাত হবে ততবারই হাত মিলানো যাবে। ﴾১১﴿ আজকাল অনেকে উভয় পক্ষ থেকে একটি করে হাত মিলিয়ে থাকে বরং শুধু কয়েকটি আঙ্গুলই পরস্পর স্পর্শ করায়, এসবই সুন্নাতের পরিপন্থি। ﴾১২﴿ হাত মিলানোর পর নিজেই নিজের হাতে চুমু খাওয়া মাকরূহ। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৪৭২) (হাত মিলানোর পর নিজের হাতে চুমু খাওয়া ইসলামী ভাইয়েরা, আপনাদের অভ্যাস পরিত্যাগ করুন) তবে হ্যাঁ! যদি কোন বুযুর্গের সাথে হাত মিলানোর পর বরকত অর্জনের জন্য নিজের হাত চুম্বন করে নেয় তবে সমস্যা নেই, যেমনটি আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি কারো

www.dawateislami.net

সাথে মুসাফাহা করলো অতঃপর বরকত অর্জনের জন্য নিজের হাতে চুম্বন করে নিলো তবে এতে নিষেধাজ্ঞার কোন কারণ নেই, যদি যার সাথে হাত মিলিয়েছে তিনি ঐ মনিষীদের অন্তর্ভূক্ত, যাদের কাছে থেকে বরকত অর্জন হয়ে থাকে। (জদ্দুল মুমতার, কিতাবুল হিযরে ওয়াল ইবাহাতি, বাবুল ইস্তিবরা ওয়া গাইরুহু মাকূলা ৪৫৫১, অপ্রকাশিত) ﴾১৩﴿ যদি **আমরদ** (অর্থাৎ সুদর্শন বালক) এর সাথে (বা যে কোন পুরুষের সাথে) হাত মিলানোতে কামভাব সৃষ্টি হয়, তবে তার সাথে হাত মিলানো জায়িয নেই, বরং যদি তাকানোর ফলে কামভাব সৃষ্টি হয় তবে এখন তাকানো গুনাহ। (দুররে মুখতার, ২/৯৮) ﴾১৪﴿ মুসাফাহা করার সময় (অর্থাৎ হাত মিলানোর সময়) সুন্নাত হলো যে, হাতে যেনো রুমাল ইত্যাদি প্রতিবন্ধক না থাকে, উভয় হাতের তালু যেনো খালি থাকে এবং তালুর সাথে তালু মিলানো উচিৎ। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৪৭১)

বেগানা নারীর সাথে হাত মিলানোর শাস্তি

একটি দীর্ঘ হাদীসে পাকে এও রয়েছে: যে ব্যক্তি কোন নামুহরিম (অর্থাৎ এমন মহিলা যাকে বিবাহ করা সব সময়ের জন্য হারাম নয়) মহিলার সাথে মুসাফাহা করলো (অর্থাৎ হাত মিলালো) তাহলে তাকে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উঠানো হবে যে, তার হাত আগুনের শিকল দ্বারা ঘাড়ের সাথে বাঁধা থাকবে। (কুররাতুল উয়ূন, ৩৮৯ পৃষ্ঠা) দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব "বাহারে শরীয়াত" এর ৩য় খন্ডের ৪৪৬ পৃষ্ঠায় রয়েছে: (নামুহরিম) মহিলার সাথে মুসাফাহা (অর্থাৎ হাত মিলানো) জায়িয নেই, এই কারণে **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বাইয়াত গ্রহনের সময়েও মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করতেন না, শুধু মুখে মুখে

www.dawateislami.net

বাইয়াত করাতেন। তবে হ্যাঁ! যদি সে অনেক বেশি বয়স্ক হয় যে, কামভাব জাগ্রত হয় না, তবে তার সাথে হাত মিলানোতে অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে যদি পুরুষ অনেক বেশি বয়স্ক হয় যে, ফিতনার আশঙ্কা না হয় তবে মুসাফাহা করতে পারবে। (বাহারে শরীয়াত, ৩/৪৪৬)

যানানে গাইর সে ভাই মুসাফাহা মত কর
হুয়া হে জুরম ইয়ে গর করলে তাওবা হকছে ডর

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাস্তার হক নম্বর (৪) নেকীর আদেশ দেয়া ও অসৎকাজে নিষেধ করা

উপরে উল্লেখিত বুখারী শরীফের হাদীসে পাক "রাস্তায় বসার হকসমূহ" এর রাস্তার হক নম্বর (৪) "নেকীর আদেশ দেয়া ও অসৎকাজে নিষেধ করা" সম্পর্কিত নেকীর দাওয়াতের মাদানী ফুল উপস্থাপন করছি: নেকীর আদেশ দেয়া ও অসৎকাজে নিষেধ করার সাওয়াবের কোন শেষ নেই, রাস্তায় প্রায়ই এর অনেক সুযোগ অর্জিত হতে থাকে। যেমন; আপনি বসে ছিলেন, কেউ সাক্ষাত করতে এলো, সালাম না করে হাত মিলাতে লাগলো, তবে তাকে এভাবে **নেকীর দাওয়াত** দেয়া যেতে পারে যে, ভাইজান! সাক্ষাতের জন্য আসা লোকের জন্য হাত মিলানোর পূর্বে সালাম করা **সুন্নাত**। অনেকে সালাম করার সময় ঝুকে যায়, তাদেরকেও সুযোগ বুঝে এবং তাদের সক্ষমতা অনুসারে বুঝানো যেতে পারে, যেমন; তাদেরকে বলুন: **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত কিতাব "**বাহারে শরীয়াত**" এর ৩য় খন্ডের ৪৬৪ পৃষ্ঠার মাসআ'লা নম্বর

www.dawateislami.net

৩১ হলো: "অনেকে সালাম করার সময় ঝুকেও যায়, এই ঝুকে যাওয়া যদি রুকু করার পরিমাণ হয়ে যায় তবে হারাম এবং এর চেয়ে কম হলে মাকরূহ।" (বাহারে শরীয়াত, ৩/৪৬৪) তবে হ্যাঁ! হাতে চুম্বন করতে ঝুকলে অসুবিধা নেই বরং না ঝুকে হাতে চুমু খাওয়াই কঠিন। এর নেকীর দাওয়াতের সহজ পদ্ধতি এরূপ হতে পারে যে, আপনার "মাদানী ব্যাগ" এবং তাতে মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত অন্যান্য পুস্তিকার পাশাপাশি "১০১ মাদানী ফুল" নামক পুস্তিকাটিও রাখলেন এবং আপনি সেই পুস্তিকাগুলো হতে বের করে এই "মাদানী ফুল" দেখিয়ে দিন। সৌভাগ্যের বিষয় হবে যে, দেখানোর পর ভালো ভালো নিয়্যত সহকারে সেই পুস্তিকাটিই লোকটিকে উপহার স্বরূপ দিয়ে দেয়া। জী হ্যাঁ! ভালো ভালো নিয়্যত তো সকল কাজের পূর্বেই করতে হবে যদি একটিও ভালো নিয়্যত যদি না থাকে তবে সাওয়াবও অর্জিত হবে না। যেমন; পুস্তিকা দেয়ার সময় এই নিয়্যত করে নিন যে, "**আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে উপহার দিয়ে একজন মুসলমানের মন খুশি করছি।" যদি ভালো নিয়্যত ব্যতীত নেকীর দাওয়াত দেয়া হয়, "একক প্রচেষ্টা" করা হয়, সুন্নাতের কথা বলা হয়, সুন্নাতে ভরা ইজতিমা ও মাদানী কাফেলায় সফরের দাওয়াত দেয়া হয় এবং নেক আমলের উৎসাহ দেয়া হয়, তবে সাওয়াব পাওয়া যাবে না।

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

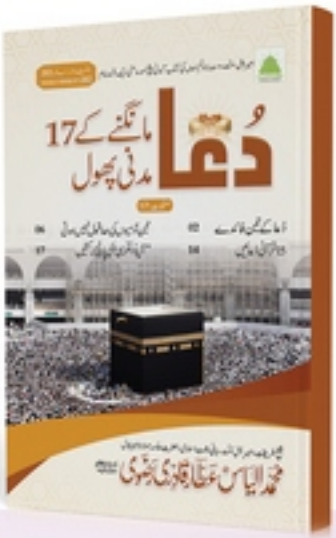

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net